আত্মানাত্ম (জড় ও চেতন) বিচার দ্বারা শোক মোহ অতিক্রম করিবে। মহাপুরুষের সেবা দ্বারা গর্ব্বকে জয় করিবে। 'মৌন দ্বারা' সাধনের অন্তরায় লোকবার্ত্তা প্রভৃতিকে জয় করিবে। বিষয়-ভোগাদির প্রতি চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি কৃপা দ্বারা দুঃখ জয় করিবে। শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি দ্বারা দৈবদুঃখ পরাজয় করিবে। প্রাণায়ামাদি যোগবলে দৈহিক দুঃখ জয় করিবে। সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবে। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমো গুণকে জয় করিবে। উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা বিক্ষেপাত্মক সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। মানুষ শ্রীগুরুচরণে অচলা ভক্তি-প্রভাবে উল্লিখিত সমস্তগুলি অন্তরায় সুখে জয় করিতে পারে। শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরম উপায় একমাত্র শ্রীগুরুচরণকৃপা। এই বিষয়ে শ্রীবামনকল্পে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতে পাওয়া যায়—যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ, যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ং। গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্ট, স্তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ম্॥ যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীহরি। সেই শ্রীগুরু যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, স্বয়ং শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অন্যত্রও দেখা যায়—"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥" শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে। অতএব নিত্যই শ্রীগুরুচরণের সেবা করা কর্ত্তব্য। একমাত্র শ্রীগুরুচরণের সেবা দ্বারাই সাধক পূর্ণতা ও প্রকৃষ্ট শান্তি লাভ করিতে পারে। অন্যত্র পরমেশ্বর যেভাবে বলিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীগুরুচরণের সেবা দ্বারাই জীব সর্ব্বার্থ লাভ করিতে পারে—তাহা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করা আছে। "প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥" প্রথমেই কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পর আমাকে অর্চ্চন করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা না হইলে সকল অর্চ্চন বিফল হইয়া থাকে। অতএব শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও উল্লেখ আছে যে—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাৎ বিষ্ণুবদ্ গুরুং।
পূজয়েৎ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্‌বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥